রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং/১২ই আশ্বিন ১৪০৬বাং

এস, আর, ও নং-২৮৫-আইন/৯৯—Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর section 82-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত সকল বিদ্যমান বিধিমালা বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল এবং এই মর্মে ঘোষণা করিল যে, প্রস্তাবিত বিধিমালার ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি বা মন্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে অত্র প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে।

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (নৌচলাচল) বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ The Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976);

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত "inland water";

(গ) "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" ও "জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (e) এ সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ঘ) "আইএসএসএ (ISSA)" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঙ) "ট্যাংকার" অর্থ ট্যাংকে বা আধারে প্রচুর পরিমাণ তরল পদার্থ বহনকারী জাহাজ;

(চ) "পালের জাহাজ" অর্থ পালের সাহায্যে চালিত যে কোন জাহাজ এবং উহাতে যদি প্রচালন যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হইয়া থাকে তবু তাহা ব্যবহৃত হয় না বা সময় বিশেষে ব্যবহৃত হয়;

(ছ) "বিআইডব্লিউটিএ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(জ) "বিআইডব্লিউটিসি" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন;

(ঝ) "ভাসমান সরঞ্জাম" অর্থ ড্রেজার, ভাসমান ক্রেন, ইত্যাদির মত স্বপ্রচালিত নহে এমন বিবিধ সরঞ্জাম যাহা ভাসমান অবস্থায় বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়;

(ঞ) "মাছ ধরার নৌযান" অর্থ মাছ ধরিবার কাজে ব্যবহৃত এবং তদুদ্দেশ্যে নির্মিত জাহাজ;

(ট) "যাত্রী" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজের আরোহীদের মধ্যে জাহাজের মাস্টার, অফিসার ও নাবিক ব্যতীত অপর যে কোন ব্যক্তি, তবে এক বৎসরের কম বয়সী শিশু যাত্রী অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঠ) "যাত্রীবাহী জাহাজ" অর্থ ১২ জনের অধিক যাত্রী বহনে ব্যবহৃত ওয়েদার ডেক সম্বলিত জাহাজ এবং একাধিক ডেক বিশিষ্ট জাহাজও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "শক্তিচালিত জাহাজ" অর্থ যন্ত্রপাতি দ্বারা চালিত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজ;

(ঢ) "সড়ক ফেরি" অর্থ ১২ জন বা তদূর্ধ্ব যাত্রী বা এক বা একাধিক যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত উন্মুক্ত ফ্লাশ ডেক জাহাজ।

৩। প্রয়োগ।—ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। নকশা ও নির্মাণ।—সকল জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জাম সার্ভেয়ার এর সন্তুষ্টি মোতাবেক উত্তম নৌ-স্থাপত্য নিয়ম, নদীতে চলাচলের সমর্থতা, নিরাপত্তা ও দৃঢ়তা মান্য করিয়া জাহাজের নকশা তৈরী, জাহাজ নির্মাণ ও সজ্জিত করিতে হইবে।

৫। দায়িত্ব।—(১) এই বিধিমালার কোন কিছু অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা জাহাজের মালিক, মাস্টার বা নাবিককে নিম্নবর্ণিত কাজের শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালা অনুসরণে অবহেলা;

(খ) নাবিক কর্তৃক সাধারণভাবে অনুসরণীয় এমন সাবধানতা অনুসরণে অবহেলা।

(২) নৌ-চলাচল ও সংঘর্ষের সকল বিপদ এবং সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ জাহাজের সীমাবদ্ধতাসহ যে কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, এবং তৎপ্রয়োজনে এই বিধিমালার অনুসরণের প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

অধ্যায় ২

বাতি ও আকৃতি

৬। **সাধারণ**।—(১) বাতি সংক্রান্ত এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত সকল বিধি সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্ববিধ আবহাওয়ায় মানিয়া চলিতে হইবে। সীমিত দৃষ্টিসীমার ক্ষেত্রে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্তও বাতি দেখাইতে হইবে। বাতি দেখাইবার সময় নির্ধারিত বাতি বলিয়া ভুল হইতে পারে এমন কোন বাতি প্রদর্শন করা যাইবে না।

(২) বাতি সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ধরণের হইতে হইবে।

(৩) দিনের বেলায় আকৃতিগত বিধানসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে।

(৪) এই অধ্যায় ধরণ, আকার বা প্রচলন পদ্ধতি নির্বিশেষে সকল জাহাজ, নৌযান ও ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৭। **নৌ-চলাচল বাতি**।—(১)"মাস্তল-বাতি" অর্থ এমন উজ্জ্বল সাদা বাতি যাহা ২২৫ ডিগ্রি দিগন্ত রেখার উপর অভগ্ন আলোর মত দেখাইবার জন্য নির্মিত এবং এমনভাবে জাহাজে স্থাপিত যাহাতে সরাসরি সম্মুখদিক হইতে জাহাজের উভয় পাশে ১১২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাতিটি দেখা যাইবে অর্থাৎ সরাসরি সম্মুখদিক হইতে উভয় পশ্চাৎদিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত আলোক রশ্মি দেখা যাইবে এবং এই বাতি জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান সরঞ্জাম এর সেন্টার লাইনের উপর স্থাপিত হইবে।

(২)"পার্শ্ববাতি (side light)" অর্থ স্টারবোর্ড পার্শ্বের সবুজ বাতি এবং পোর্ট সাইডের লাল বাতি বুঝাইবে, যাহা ১১২.৫ ডিগ্রি দিগন্ত চাপের উপর অভগ্ন আলোরূপে দেখাইবার মত করিয়া নির্মিত এবং জাহাজের সম্মুখদিক হইতে উভয় পাশে পশ্চাৎদিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত যথাক্রমে স্টারবোর্ড পার্শ্ব ও পোর্ট পার্শ্বে আলোক রশ্মি দেখা যাওয়ার মত করিয়া স্থাপিত।

(৩)"স্টার্ন লাইট" অর্থ এমন উজ্জ্ব সাদা বাতি যাহা ১৩৫ ডিগ্রি দিগন্ত চাপ জুড়িয়া অভগ্ন আলো দেখাইবার মত করিয়া নির্মিত, সরাসরি জাহাজের পশ্চাতদিক হইতে উভয় পার্শ্বে ৬৭.৫ ডিগ্রি জুড়িয়া আলোক দেখাইবার মত করিয়া সংযুক্ত এবং জাহাজের সেন্টার লাইন ও পশ্চাদ্ ভাগের যথাসম্ভব কাছাকাছি অবস্থানে স্থাপিত।

(৪)"টোয়িং লাইট" অর্থ স্টার্ণ লাইট এর অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সংবলিত হলুদ আলোর লাইট।

৮। **শক্তিচালিত জাহাজ**।— কোন শক্তি চালিত জাহাজ চলাচলের সময় নিম্নবর্ণিত বাতি বহন করিবে, যথাঃ—

(ক) ২৪ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে—

(অ) জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৫ মিটার উপরে অগ্রমাস্তলে একটি মাস্তল বাতিঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে যদি অগ্রমাস্তল না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের অগ্রাংশের আচ্ছাদন ছাদ হইতে কমপক্ষে ২ মিটার উপরে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বাতি কমপক্ষে ৩ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইতে হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির পশ্চাদ ভাগে ও মাস্তুল বাতি হইতে কমপক্ষে ২ মিটার নীচে এবং কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি পার্শ্ব বাতি; যাহা অভ্যন্তরীণ পর্দার (screen) সহিত এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পর্দা বাতি হইতে কমপক্ষে ১ মিঃ দূরে থাকে এবং বাতিগুলি বাও (bow) হইতে দেখা না যায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পর্দাগুলি কালো রঙ দ্বারা রঙ করিয়া দিতে হইবে;

(ই) কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি স্টার্ণ লাইট;

(খ) ১২ মিটারের বেশী কিন্তু ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে—

(অ) জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৩ মিটার উপরে অগ্রমাস্তুলে একটি মাস্তুল বাতিঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজে যদি অগ্রমাস্তুল না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের অগ্রাংশের আচ্ছাদন ছাদ হইতে কমপক্ষে ১ মিটার উপরে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, বাতি কমপক্ষে ২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইতে হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির পশ্চাদ ভাগে ১ মিটার নীচে এবং কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব বাতি, যাহা অভ্যন্তরীণ পর্দার সহিত এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পর্দা বাতি হইতে কমপক্ষে ০.৬ মিটার দূরে থাকে এবং বাতিগুলি বাও (bow) হইতে দেখা না যায় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পর্দাগুলি কালো রঙ দ্বারা রঙ করিয়া দিতে হইবে;

(ই) কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি স্টার্ণ লাইট;

(গ) ৬.৫ মিটারের বেশী কিন্তু ১২ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম এর ক্ষেত্রে—

(অ) কাঠামোর কমপক্ষে ১.৫ মিটার উপরে একটি মাস্তুল বাতি, যাহা কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(আ) মাস্তুল বাতির কমপক্ষে ০.৫ মিটার নীচে ন্যূনতম ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব বাতি;

(ই) কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি স্টার্ণ লাইট;

(ঘ) ৬.৫ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জাহাজ, নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জামের ক্ষেত্রে—

(অ) ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান পার্শ্ব-বাতি;

(আ) ৩৬০ ডিগ্রী দিগন্ত এবং ১ কিলোমিটার জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি।

৯। **গুনটানা ও পালটানা নৌযানের বাতি ও চিহ্ন, ইত্যাদি।**— গুন টানিবার কাজে নিয়োজিত কোন অভ্যন্তরীণ জাহাজকে স্টার্ণ লাইটের উপরে লম্বভাবে গুন টানিবার বাতি (towing light) দেখাইতে হইবে। প্রথম মাস্তুল বাতির কমপক্ষে ১ মিটার উপরে উল্লম্বভাবে একটি অতিরিক্ত মাস্তুল বাতি থাকিবে।

(২) বিধি ৮ এ উল্লিখিত দূরত্ব হইতে বাতিগুলি দৃশ্যমান হইতে হইবে।

(৩) দিনের বেলায় যেইখান হইতে সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে দেখা যায় সেইখানে রাখিয়া টোয়িং জাহাজকে ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কালো হীরক আকৃতি প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) এক বা একাধিক অভ্যন্তরীণ জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম পাশাপাশি একত্রে বাঁধা থাকিলে, পার্শ্ব বাতিসমূহ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের সম্পূর্ণ দলটিকে একটি জাহাজ বিবেচনা করা হইবে।

(৫) যখন কোন শক্তিচালিত জাহাজ ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন জাহাজের অগ্রমাস্তুলে সবুজ এবং লাল পার্শ্ববাতি দেখাইতে হইবে।

(৬) টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে এমন জাহাজ বা সরঞ্জামের পার্শ্ব বাতি এবং স্টার্ণ লাইট প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৭) টানিয়া লইয়া যাইবার জাহাজ ইত্যাদির দৈর্ঘ্য ২০০ মিটারের অধিক হইলে, দিনের বেলায় যেখান হইতে সবচাইতে ভালভাবে দেখা যায় ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ১টি কালো হীরক আকৃতি সেইখানে রাখিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৮) দাড় টানা জাহাজ বা পালের জাহাজকে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি জাহাজের অগ্রাংশে বহন করিতে হইবে।

১০। **সড়ক ফেরি।**— সড়ক ফেরিকে নিম্নলিখিত বাতি ও প্রতীক চিহ্নসমূহ প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) রাত্রিকালে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দিগন্ত বিস্তৃত দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান এবং সেন্টার লাইনের বিপরীতে সমকোণে একটি সমবাহু ত্রিভুজের উপর স্থাপিত তিনটি লাল বাতি, যেগুলির প্রত্যেকটি পরস্পর কমপক্ষে এক মিটার দূরত্বে স্থাপিত হইতে হইবে;

(খ) দিনের বেলায় সেন্টার লাইনের বিপরীতে অনুভূমিকভাবে সমকোণে এবং ন্যূনপক্ষে এক মিটার দূরত্বে ডেক চার মিটার উপরে অন্যূন ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি কালো বল।

১১। **মাছ ধরার নৌযান ও নৌকা।**— মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ বা নৌকাকে নিম্নলিখিত বাতি ও আকৃতিসমূহ প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) বিধি ৮ এ উল্লেখিত বাতি ছাড়াও রাত্রিকালে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান দুইটি বাতি, যাহা একটি অপরটি হইতে এক মিটার দূরত্বে স্থাপিত হইবে;

(খ) একটির উপরে আরেকটি রাখিয়া উভয়ের শীর্ষবিন্দুর উলম্ব রেখা সম্মিলিত শংকু-বিশিষ্ট একটি আকৃতি দিনের বেলায় প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যদি জাহাজের দৈর্ঘ্য ২০ মিটারের কম হয় তাহা হইলে একটি ঝুড়ি প্রদর্শন করা যাইবে।

১২। **নোঙরবদ্ধ জাহাজ।**—প্রতিটি জাহাজ নোঙরবদ্ধ বা বয়ার সহিত আটকানো থাকা অবস্থায় দিনের বেলায় উহার অগ্রভাগে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি কালো বলের চিহ্ন প্রদর্শন করিবে এবং রাত্রিকালে কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান একটি সাদা বাতি প্রদর্শন করিবে এবং উভয় বস্তুই জাহাজের কাঠামো হইতে কমপক্ষে ৫ মিটার উচ্চতায় অথবা আচ্ছাদন ছাদ হইতে ২ মিটার উপরে প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৩। **চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া জাহাজ।**—চড়ায় আটকাইয়া যাওয়া জাহাজকে যেইখান হইতে সর্বোত্তম দেখা যায় সেইখানে, দিনের বেলায় ঃ—

(ক) একটির উপরে অপরটি ন্যূনপক্ষে এক মিটার দূরত্বে ও একটি উলম্ব রেখায় স্থাপিত অন্যূন ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ৩টি কালো বলের আকৃতি বহন করিতে হইবে; এবং

(খ) রাত্রিকালে জাহাজটিকে ১২ বিধিতে বর্ণিত সাদা বাতি বহন করিতে হইবে এবং উহা ছাড়াও যেই অবস্থান হইতে সর্বোত্তমরূপে দেখা যায় সেই স্থানে অন্যূন ১ মিটার দূরত্বে একটির উপরে আর একটি এইরূপে উলম্বভাবে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান ২টি লাল আলো দেখাইতে হইবে।

১৪। **নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ।**— (১) কোন শক্তিচালিত জাহাজ চলমান অবস্থায় যখন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত থাকে তখন উহাকে—

(ক) দিনের বেলায় যেইখান হইতে সবচাইতে ভালোভাবে দেখা যায় এরূপ স্থানে একটির উপরে আরেকটি পরস্পর অন্যূন ১ মিটার দূরত্বে উলম্বভাবে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি কালো বল দেখাইতে হইবে; এবং

(খ) রাত্রিকালে সর্বদিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান ২ লাল আলো দেখাইতে হইবে।

(২) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন জাহাজ যদি নোঙরবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন উহাকে কেবল ১২ বিধিতে উল্লিখিত বাতি ও চিহ্ন দেখাইতে হইবে।

১৫। **পানির নীচে কার্য সম্পাদনরত জাহাজ।**—খনন কাজ, ডুবুরির কাজ বা পানির নীচে অনুরূপ কাজে নিয়োজিত জাহাজকে নিম্নবর্ণিত বাতি বা চিহ্ন দেখাইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) রাত্রিকালে একটি অপরটির উপরে উলম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি লাল আলো, যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(খ) রাত্রিকালে একটি অপরটির উপরে উলম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি সবুজ আলো যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ হইতেছে না সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান হইবে;

(গ) দিনের বেলায় একটি অপরটির উপরে উলম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে পরস্পর এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি কালো বল, যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান হইবে;

(ঘ) দিনের বেলায় একটি অপরটির উপরে উলম্বভাবে ও ন্যূনপক্ষে একে অপর হইতে ১ মিটার দূরত্বে অবস্থিত দুইটি ডাবল শঙ্কু (cone), যাহা জাহাজের যেই পার্শ্বে কাজ সম্পাদিত হইতেছে না সেই পার্শ্বে দিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যমান হইবে।

১৬। **দাহ্য তেল লইয়া কাজ।**—(১) যখন জাহাজ দাহ্য তেল, জ্বালানী বা মালামাল বহন করিবে তখন নিম্নবর্ণিত বাতি বা চিহ্ন দেখাইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) রাত্রিকালে দিগন্ত জুড়িয়া কমপক্ষে ১.৫ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে দৃশ্যমান একটি লাল বাতি;

(খ) দিনের বেলায় একটি লাল পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে।

(২) তেল বা রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ ট্যাংকারকে সব সময় নৌ চলাচল বাতিসমূহ ছাড়াও উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বাতি বা পতাকা অথবা ৮ বিধিতে উল্লেখিত নোঙর বাতিসমূহ দেখাইতে হইবে।

১৭। **সার্চলাইট।**—রাত্রিকালে চলাচলকারী সকল শক্তিচালিত জাহাজকে হুইল হাউস হইতে দূর-নিয়ন্ত্রিত ও জাহাজ হইতে কমপক্ষে ৮০ মিটার দূরত্বে আলোক রশ্মি নিক্ষেপে সক্ষম একটি সার্চলাইট রাখিতে হইবে এবং উক্ত বাতি জাহাজের উভয় দিকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্দিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত দিগন্তচাপ জুড়িয়া ঘুরিয়া যাইতে সক্ষম হইতে হইবে।

(২) ৫.৫ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট শক্তিচালিত জাহাজকে একটি টর্চলাইট বহন করিতে হইবে এবং অন্যান্য জাহাজকে উহার দিকে আগাইয়া আসিবার সময় আলোক ঝলক দেখাইতে হইবে।

অধ্যায়-৩

শব্দ সংকেত

১৮। **কুয়াশায় শব্দ সংকেত।**—কুয়াশা, হালকা কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি ও বজ্র বৃষ্টির সময়, দিনে অথবা রাতে যখনই হউক না কেন, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সংকেত ব্যবহার করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অগ্রসরমান শক্তিচালিত জাহাজকে অনধিক ১ মিনিট বিরতি সহ প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(খ) অগ্রসরমান শক্তিচালিত জাহাজ কোথাও থামিয়া থাকিলে অনধিক ১ মিনিট বিরতিসহ দ্রুত পর পর দুইবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(গ) শক্তিচালিত জাহাজ নোঙরবদ্ধ থাকিলে উহাকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রায় ৫ সেকেন্ড ধরিয়া দ্রুত গতিতে ঘন্টা বাজাইতে হইবে;

(ঘ) চড়ায় অথবা নৌপথের নিকটে আটকাইয়া যাওয়া শক্তিচালিত জাহাজকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রায় ৫ সেকেন্ড ধরিয়া দ্রুত গতিতে ঘন্টা বাজাইতে হইবে এবং তাহার পর তিনবার স্পষ্টভাবে ঘন্টাধ্বনি করিতে হইবে;

(ঙ) কোনো শক্তিচালিত জাহাজ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় পড়িলে অথবা উহার চলাফেরার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে উহাকে অনধিক ১ মিনিট পর পর প্রলম্বিতভাবে ও অতঃপর দ্রুত অনুক্রমে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বাঁশি বাজাইতে হইবে;

(চ) কোন শক্তিচালিত জাহাজকে যখন শিকল বা রশি দ্বারা পার্শ্ব হইতে কিংবা পিছনে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তখন উহাকে দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত উপায়ে, যখন যাহা প্রযোজ্য, শব্দ-সংকেত প্রদান করিতে হইবে;

(ছ) যখন কোন শক্তিচালিত জাহাজ শিকল বা রশি দ্বারা বাঁধিয়া এক বা একাধিক অভ্যন্তরীণ জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবে তখন উহাকে দফা (ঙ) এর শব্দ-সংকেত প্রদান করিতে হইবে এবং টানিয়া নেওয়া জাহাজের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহা হইলে সর্বশেষ জাহাজটিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া জাহাজটির শব্দ-সংকেত প্রদানের পর পরই ৩ বার স্পষ্টভাবে ঘন্টাধ্বনি করিতে হইবে।

১৯। **সাধারণ সতর্কসংকেত।**— নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সতর্কতা জ্ঞাপনের জন্য একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) কোন শক্তিচালিত জাহাজ যখন উহার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে;

(খ) পরিষ্কার যাত্রাপথের জন্য অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে;

(গ) কোন বাঁকের দিকে অগ্রসর হইবার সময়।

২০। **একটি অপরটির দৃষ্টিসীমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য শব্দ সংকেত।**—অগ্রসরমান প্রত্যেক শক্তিচালিত জাহাজকে উহার হুইসেল অথবা সাইরেনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সংকেত দ্বারা উহার যাত্রাপথ নির্দেশ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যাত্রাপথ স্টারবোর্ড বা জাহাজের ডান দিকে নির্দেশ বুঝাইবার জন্য একবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ;

(খ) যাত্রাপথ পোর্ট বা জাহাজের বাম দিকে নির্দেশ বুঝাইবার জন্য দুইবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ;

(গ) ইঞ্জিনগুলি পিছন দিকে যাইতেছে বুঝাইবার জন্য তিনবার স্বল্পকালীন বাঁশির শব্দ।

২১। **শক্তিচালিত অন্য জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ।** — একটি শক্তিচালিত জাহাজের যদি অন্য একটি শক্তিচালিত জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহাকে একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইবার পরপরই ৫ বার স্বল্পকালীনভাবে বাঁশি বাজাইতে হইবে।

অধ্যায়-৪

নৌ-চলাচল নিয়মাবলী

২২। **কুয়াশা ইত্যাদির সময় জাহাজের গতিবেগ।**—(১) কুয়াশা, হালকা কুয়াশা, প্রবল বৃষ্টি এবং বজ্রবৃষ্টির সময় শক্তিচালিত জাহাজকে সাবধানতার সহিত বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিমিত গতিবেগে অগ্রসর হইতে হইবে।

(২) শক্তিচালিত জাহাজ উহার বীম এর সামনে অন্য কোনো অভ্যন্তরীণ জাহাজের কুয়াশাজনিত সতর্ক সংকেত, যাহার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই, শুনিবার পর পরিস্থিতি যেইভাবে বাধ্য করিবে সেইভাবে উহার ইঞ্জিন বন্ধ করিবে এবং সংঘর্ষের বিপদ কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সাবধানতার সহিত জাহাজ চালনা করিবে।

২৩। **মুখোমুখি পরিস্থিতিতে জাহাজ।**— যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ সংঘর্ষের ঝুঁকি লইয়া মুখোমুখি অথবা প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় পরস্পরের সম্মুখীন হইবে তখন প্রত্যেক জাহাজকে উহার যাত্রাপথ ষ্টারবোর্ড এর দিকে পরিবর্তন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক জাহাজ উহার পোর্টসাইডকে অপরের দিকে রাখিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

২৪। **অতিক্রমকারী জাহাজ।**— যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ সংঘর্ষের ঝুঁকি লইয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিবে তখন যেই অভ্যন্তরীণ জাহাজের স্টারবোর্ড এর পাশে অপর জাহাজটি থাকিবে সেই জাহাজটি অপর জাহাজের পথ হইতে সরিয়া থাকিবে।

২৫। **জাহাজ অতিক্রম করিয়া অগ্রগমন পরিহার।**— এই বিধিমালা অনুযায়ী অপর জাহাজের যাত্রপথ হইতে সরিয়া থাকিতে বাধ্য এমন প্রতিটি শক্তিচালিত জাহাজ যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থা উহাকে সুযোগ প্রদান করে অপর জাহাজকে অতিক্রম করিয়া অগ্রগমন পরিহার করিবে।

২৬। **অন্য জাহাজকে পিছনে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া।**— এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অগ্রগমনকারী প্রতিটি শক্তিচালিত জাহাজ যেই জাহাজকে পিছনে ফেলিয়া যাইবে সেই জাহাজের পথ হইতে বাহিরে থাকিবে।

২৭। **জাহাজের পারস্পরিক দায়িত্ব।**— (১) একটি শক্তিচালিত জাহাজ নিম্নলিখিত জাহাজসমূহ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে, যথাঃ—

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ;

(গ) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ;

(ঘ) পালের জাহাজ।

(২) চলমান পালের জাহাজ নিম্নলিখিত জাহাজগুলির পথ হইতে দূরে চলাচল করিবে, যথাঃ—

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ;

(গ) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ।

(২) মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ যখন চলমান থাকিবে তখন উহাকে যথাসম্ভব নিম্নবর্ণিত জাহাজগুলির পথ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জাহাজ;

(খ) চলাচলে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ।

২৮। **একই পথে চলিতে থাকা জাহাজের দায়িত্ব।**—(১) যেই ক্ষেত্রে দুইটি জাহাজের মধ্যে একটিকে পথ হইতে সরিয়া থাকিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে অপর জাহাজটিকে উহার যাত্রাপথ ও গতিবেগ অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(২) একই পথে চলিতে থাকা জাহাজ যদি দেখিতে পায় যে, যেই জাহাজটি পথ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা সেই জাহাজটি সংঘর্ষ পরিহারের জন্য এই বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না, তাহা হইলে জাহাজটি (একই পথে চলিতে থাকা জাহাজ) যদি শক্তিচালিত হয়, একবার প্রলম্বিতভাবে বাঁশি বাজাইবার পর পাঁচবার সংক্ষিপ্ত ও ত্বরিত বাঁশি বাজাইয়া অপর জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

(৩) যখন কোন কারণে যেই জাহাজটির যাত্রাপথ ও গতিবেগ অব্যাহত রাখিবার কথা সেই জাহাজটি দেখিতে পায় যে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইয়াও সংঘর্ষ পরিহার করিতে না পারিবার মতো কাছাকাছি অবস্থানে উহা নিজেই রহিয়াছে, তখন জাহাজটি সংঘর্ষ পরিহারের জন্য যাহা সর্বোত্তমরূপে সহায়ক সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং যথাযথ শব্দ-সংকেত প্রদানের মাধ্যমে উহার নিজের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নির্দেশ করিবে।

২৯। **সংকীর্ণ প্রণালীসমূহে নৌ-চলাচল।**— (১) সংকীর্ণ প্রণালীতে কোন শক্তিচালিত জাহাজকে নিরাপদ থাকা অবস্থায় নৌপথের সেই পার্শ্বে থাকিতে হইবে যেই পার্শ্বে উক্ত জাহাজের স্টারবোর্ড থাকিবে।

(২) যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ, সাইডটো (Sidetow) সহ বা ব্যতীত, এমন কোনো সংকীর্ণ নৌপথ বা স্থানে মিলিত হয় যেইখানে অপর একটি তৃতীয় জাহাজের উপস্থিতির ফলে একে অপরকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে তাহা হইলে যেই জাহাজটি স্রোতের বিপরীতে যাইতেছে উহা তাহার গতিবেগ কমাইয়া ফেলিবে এবং উহার স্টারবোর্ড পার্শ্ব তীরের খুব কাছে রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অপর জাহাজটি উহাকে পুরোপুরি অতিক্রম করিয়া না যায়।

(৩) যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ কোনো সংকীর্ণ প্রণালীর বাঁকে পরস্পরের সম্মুখীন হইবে, তখন যেই অভ্যন্তরীণ জাহাজ স্রোতের বিপরীতে যাইতেছে সেই জাহাজটি দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং অপর জাহাজটি উহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া না যাওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থানে অবস্থান করিবে।

৩০। **যাত্রার প্রাক্কালে অগ্রসর হওয়া।**— কোন শক্তিচালিত জাহাজ উহার নোঙর অবস্থান, নদী তীর বা জেটি হইতে অগ্রসর হইবে না যখন অপর কোনো জাহাজকে উজান বা ভাটির দিক হইতে এমন দূরত্বে নিকটবর্তী হইতে দেখা যাইবে যে, যতক্ষণ আগমনকারী অভ্যন্তরীণ জাহাজ উহাকে নিরাপদে অতিক্রম করিয়া যাইবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকিয়া যাইবে।

৩১। **নৌপথ সংযোগস্থল।**— যখন দুইটি শক্তিচালিত জাহাজ দুইটি নৌপথ সংযোগস্থলে সম্মুখীন হইবার উপক্রম হইবে তখন নৌপথদ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তম পথে অবস্থিত অভ্যন্তরীণ জাহাজটি সংকীর্ণতার নৌপথে জাহাজটি উহাকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত প্রবেশের কোন চেষ্টা করিবে না।

৩২। **শক্তিচালিত জাহাজ, পালের জাহাজ ও মাছ ধরার জাহাজ।**— কোন পালের জাহাজ অথবা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জাহাজ নাব্য জলপথে কোন শক্তিচালিত জাহাজের নিরাপদ গমন বাধাগ্রস্ত করিবে না।

৩৩। নৌ-চলাচলের জন্য পরিষ্কার দৃষ্টিপথ (clear view)।— যতদূরসম্ভব পরিষ্কার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় এমন এক অবস্থান হইতে নৌ-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং দৃষ্টিপথ সরাসরি সম্মুখভাগ হইতে উভয় পার্শ্ব বিমের পশ্চাদিকে ২২.৫ ডিগ্রি পর্যন্ত অবারিত থাকিতে হইবে।

৩৪। **বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর সমূহের সীমানার মধ্যে অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের নৌ-চলাচল।**— (১) যোগ্যতার সার্টিফিকেট কর্ণফুলী নদী বা, ক্ষেত্রমত, পসুর নদীর অনুমোদনসূচক অন্তর্ভুক্তি (endorsement) সহ জাহাজে একজন যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন মাষ্টার উপস্থিত না থাকিলে উক্ত জাহাজ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর সমূহের সীমানার মধ্যে চলাচল করিবে।

(২) এক গন্তব্য হইতে অন্য গন্তব্য অথবা নাব্য জলপথের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাওয়ার সময় কোনো শক্তিচালিত জাহাজ উহাকে অতিক্রমকারী বা পার্শ্ব দিয়া গমনকারী কোন সমুদ্রগামী জাহাজের নিরাপদ গমন বাধাগ্রস্ত করিবে না বা উহার সহিত সংঘর্ষের ঝুঁকি সৃষ্টি করিবে না এবং প্রয়োজনে সমুদ্রগামী জাহাজ চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত শক্তিচালিত জাহাজ উহার গতিবেগ হ্রাস বা বন্ধ করিবে বা ইঞ্জিন বিপরীমুখী করিবে অথবা নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করিবে।

(৩) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সীমার মধ্যে চলাচলকারী সকল শক্তিচালিত জাহাজকে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে।

(৪) বাংলাদেশের কোন আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সীমার মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় শক্তিচালিত জাহাজকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ প্রবিধানমালা (International Collision Regulation) অনুসরণ করিতে হইবে।

অধ্যায়-৫

সরঞ্জাম

৩৫। **নৌ-চলাচল সরঞ্জাম।**— সকল অভ্যন্তরীণ শক্তিচালিত জাহাজের নিম্নলিখিত নৌ-চলাচল সরঞ্জাম থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) ৬.৫ মিটার বা তাহার অধিক দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাহাজ এবং সকল যাত্রীবাহী জাহাজে একটি কম্পাস থাকিতে হইবে, তবে রাত্রিকালে চলাচল করার ক্ষেত্রে কম্পাসটি আলোকিত হইতে হইবে;

(খ) উপরের (ক) দফার অধীন জাহাজে এক'জোড়া বাইনোকুলার রাখিতে হইবে;

(গ) যাত্রীবাহী জাহাজ ও লঞ্চগুলিতে বাতাসের গতিবেগ মাপার যন্ত্র থাকিতে হইবে।

৩৬। **সংকেত সরঞ্জাম।**— অভ্যন্তরীণ জাহাজ ও নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামে নিম্নবর্ণিত শব্দনির্ভর সতর্ক সংকেত সরঞ্জাম রাখিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) এই বিধিমালায় পূর্বে উল্লিখিত সকল প্রয়োজনীয় বাতি ও প্রতিকী চিহ্ন;

(খ) অন্যূন ২ কিলোমিটার দূরত্ব হইতে শোনা যায় এমন বৈদ্যুতিক বা বায়ুচালিত হর্ণ;

(গ) যাত্রীবাহী জাহাজ এবং ট্যাংকারসমূহকে অতিরিক্ত কায়িক হর্ণ (mannual horn);

(ঘ) জাহাজ অথবা ভাসমান সরঞ্জামের অগ্রভাগ রক্ষিত কমপক্ষে ২০ সেন্টিমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট একটি পিতলের ঘন্টা।

৩৭। **অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সরঞ্জাম।**— সকল অভ্যন্তরীণ শক্তিচালিত জাহাজে নিম্নবর্ণিত অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ পদ্ধতি থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) হুইল-হাউস বা ব্রীজ এবং ইঞ্জিন-রুম বা ইঞ্জিনের মধ্যে যোগাযোগ বা সংকেত প্রেরণ পদ্ধতি;

(খ) ২০০ জনের অধিক যাত্রী বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন যাত্রীবাহী জাহাজসমূহে একটি করিয়া লাউড হেইলার সিস্টেম;

(গ) যদি কোন জরুরী স্টিয়ারিং পজিশন থাকে, তাহা হইলে হুইল হাউস এবং জরুরী স্টিয়ারিং পজিশন এর মধ্যে একটি যোগাযোগ বা সংকেত প্রেরণ পদ্ধতি থাকিতে হইবে।

৩৮। **বহির্যোগাযোগ সরঞ্জাম।**— (১) আই, এস, ও, ১৯৭৬ এর অধীনে নিবন্ধনকৃত সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজ এবং সকল শক্তিচালিত জাহাজ ও ভাসমান সরঞ্জামে বেতার গ্রাহকযন্ত্র (Radio Receiver) থাকিতে হইবে।

(২) ৪০০ জনের অধিক যাত্রী বহনকারী সকল যাত্রীবাহী জাহাজ, সমস্ত ট্যাংকার এবং বিপদজনক মালামাল বহনকারী জাহাজসমূহে একটি ভিএইচএফ রেডিও টেলিফোন থাকিতে হইবে।

৩৯। **মুরিং এবং নোঙর সরঞ্জাম।**— (১) জাহাজে পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যথেষ্ট সংখ্যক মুরিং রশি এবং তার থাকিতে হইবে।

(২) পর্যাপ্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শিকলসহ কমপক্ষে একটি নোঙর ও অপর একটি অতিরিক্ত নোঙর জাহাজে থাকিতে হইবে।

(৩) জাহাজে হস্তচালিত বা যান্ত্রিক নোঙর চরকি (anchor windass) থাকিতে হইবে।

৪০। **বিলজ পাম্প।**— সকল অভ্যন্তরীণ জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামে হস্তচালিত বা যান্ত্রিক বিলজ পাম্প থাকিতে হইবে।

৪১। **গ্যাঙওয়ে।**— সকল যাত্রীবাহী জাহাজে যথেষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট গ্যাঙওয়ে, যাহা অন্ততঃ ৬০০ মিলিমিটার প্রশস্ত ও দড়িযুক্ত হইবে।

অধ্যায়-৬

চলাচলের বাঁধা-নিষেধ

৪২। **অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম।**— (১) সার্ভে করা হয় নাই এমন কোন অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম, বাঘাবাড়ি,ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব হইতে খোলা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত জাহাজ চলাচলের উপযোগী প্রধান নৌপথে এবং খুলনা, মংলা, বরিশাল ও চাঁদপুর পর্যন্ত নৌপথে চলাচল করিতে পারিবে না, তবে নদী পারাপার করিবার সময় বা একই জেলার ভিতরে চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না।

(২) কোন অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা নৌকা বিআইডব্লিউটিএ বা বি আই ডব্লিউ টি সি-এর নিজস্ব অবতরণ স্টেশন বা ১ কিলোমিটারের চাইতে নিকটতম ঘাট হইতে কোন যাত্রী লইতে পারিবে না বা তথায় কোন যাত্রী নামাইতে পারিবে না।

(৩) কোন অনিবন্ধনকৃত জাহাজ বা নৌকা বা ভাসমান সরঞ্জাম যদি সূর্যাস্তের পর চলাচল করে, মাছ ধরার কাজে বা অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকে বা নোঙরবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উহাকে এই বিধিমালা মোতবেক বাতি দেখাইতে হইবে।

৪৩। **উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ।**— ২০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোন উন্মুক্ত যাত্রীবাহী লঞ্চ অশান্ত জলরাশিতে ২ ঘন্টার অধিক কার্যকর নৌযাত্রার জন্য চলাচল করিতে পারিবে না।

৪৪। **খোলা সমুদ্রে চলাচল।**— (১) কোন অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলপথের বাহিরে চলাচল করিতে পারিবে না।

(২) মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (MMD) এর প্রিন্সিপাল অফিসারের নিকট হইতে অব্যাহতি প্রত্যায়নপত্র গ্রহণ করিবার পর অন্যান্য জাহাজ বা ভাসমান সরঞ্জাম ১৫ই নভেম্বর হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাতীয় কোস্টাল এলাকায় চলাচল করিবে।

৪৫। **রাত্রিকালীন নৌ-চলাচল।**— সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সকল জাহাজ, নৌকা ও ভাসমান সরঞ্জামকে এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাতি প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪৬। **বায়ু সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ।**— (১) যদি বায়ুর গতিবেগ ১০ মিটার/সেকেন্ড অথবা অভ্যন্তরীণ জাহাজসমূহের জন্য প্রচলিত বিধিমালার সূত্র অনুযায়ী গণনাকৃত বায়ুর গতিবেগ এর অধিক হইলে কোন যাত্রীবাহী লঞ্চ অথবা জাহাজ অবশ্যই উহার যাত্রাপথে অগ্রসর হইবে না।

(২) যদি কোন চলমান জাহাজ উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত বায়ুর গতিবেগ হইতে উচ্চতর গতিবেগ বিশিষ্ট বায়ুবাহের মুখে পড়ে, তবে জাহাজটিকে অবিলম্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে অথবা যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে জাহাজটিকে নোঙর না ফেলিয়া বা কাছি দিয়া না বাঁধিয়া থামিয়া থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মিয়া মুশতাক আহমদ
উপ-সচিব (জাহাজ)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।